দুর্গা প্রতিমার তৈরীর দিনগুলি....

পরিচিত কণ্ঠ থেকে যেমন তুমি কি UK যাবে পেপার মাস এর দুর্গা প্রতিমা তৈরী করতে? ডিসেম্বর ২০০৪ এর শেষ সপ্তাহে যোগাযোগ, মার্চের ১৬ তারিখে আমাদের রওনা। ইতি মধ্যে দীপক দার - সন্দীপদার বার কয়েক ফোন, শঙ্কর দা কলকাতা এসে আমার ও অভ্রতেন্দুর সঙ্গে সশরীরে Welse puja Committee ও Welse National Heritage Museum এর Project নিয়ে আলোচনা ১৪ ই মার্চ আমি ও ভাই দিব্যেন্দুর বিদেশ যাত্রা শুরু কাজের জন্য।

হিথরো এয়ার পোর্টে সন্দীপ দা এসেছিলেন আমাদের জন্য। ভারতীয় সময় রাত ৩ টা নাগাদ কার্ডিফে পৌঁছালাম, যেন সিনিয়া কালারে দেখা ছবির মত শহর। আমাদের ঠিকানা কর্নওয়াল স্ট্রিটের দোতলা বাড়িতে। থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কয়েক ঘন্টা পথের ক্লান্তি কাটিয়ে, সকাল সকাল সূর্যের আলোয় শহরটা কিছুক্ষন হেঁটে ঘুরলাম ট্যাফে নদীর ধারে। সুন্দর আধুনিক স্থাপত্য শিল্প সজ্জিত মিলেনিয়াম স্টেডিয়ামের আসেপাশে।

ঠিক ১০ টায় আমাদের যেতে হবে ওয়েলস মিউজিয়ামে দীপকদা ও সনেট নিয়া আমাদের জন্যে উষ্ণ অভ্যর্থনার ডালি নি আগুন করলেন। আলাপ করিয়ে দিলেন পিটারের সঙ্গে, ওর দায়ীত্ব প্রতিমার জন্যে কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করবে। ভীষন কাজের এবং দায়ীত্ব পূর্ন মানুষ পিটার। রণে বনে পথের সর্বক্ষনের সাথী রমাদির সঙ্গে আলাপপর্ব ও ওয়েলশ কে সহ চা পান। দুপুরে দীপক দার বাড়িতে খাওয়া দিয়া শুরু আমাদের আত্মিক মিলনের।

আমাদের পেপার মাস - এর প্রতিমার কাজ শুরু হল ১৫ ই মার্চ, দুদিন পিটারের সহযোগিতায় কাঠামো তৈরী, তার প্রতিমার মেড় বাঁধা (খড়ের অভাবে গমটাটি দিয়ে)। সেদিন সবার ভীষন কৌতুহল, বার বার দেখতে আসছে সঙ্গে নিয়া সনেট সান ও রিয়ানন। প্রতিমার কাজের ধারাবাহিক

পদ্ধতির তথ্য-এর ছবি তোলা Welse BBC-র ক্যামেরা ফ্লাশের আলোর ঝলকানি দিয়ে আমাদের কাজ শুরু। আমি ও দিব্যেন্দু সিদ্ধান্ত নিলাম ন্যাশানাল হেরিটেজ মিউজিয়াম এই কাজের প্রধানতম সহায়ক, তাই প্রতিমার গঠন হোক " রাঢ় বঙ্গের দেবীয়ানা " স্টাইলে।

কাজের মধ্যে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিলো প্রতিমা শুকানো নিয়ে। এই পর্বে মিউজিয়াম ও পূজা কমিটির সমস্ত সদস্যদের কাছে কি ভীষণ তৎপরতায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মত সবাই এগিয়ে এসেছিলো হেয়ার ড্রাই মেশিন নিয়ে, কারন এই যন্ত্রই মুখ্য ভূমিকা গ্রহন করেছিল প্রতিমাকে শুকানো করার জন্য। এই সহযোগিতাই আমাদের সঠিক সময়েই পেলার মাসের কাজ সম্পূর্ন করা গেল। শেষের দিকে রং চলাকালীন আমরাও মানসিক ভাবে ভার মুক্ত। সুষ্ঠভাবে সব ঠিকঠাক চলছে, কোন সমস্যাই আমাদের কাজে বিলম্ব ঘটেনি ওই সময়। কয়েকদিন শহরটাকে জানা ও প্রকৃতি দেখা এসব চলতে থাকল, সনেট Museum-এর শিল্প নিদর্শন দেখার জন্য আমাদের সঙ্গে নিলেন। দেখলাম কালী-ঘাটের পটের দুর্লভ সংগ্রীহিত ছবি ও সিসলির - অনেক পেন্টিং, যে গুলি কার্ডিফে বসে আঁকা।

এসে গেল ১লা এপ্রিল, ওই দিন ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন প্রতিমার চক্ষুদান। শিল্পীর কাছে যোগ সাধনার অন্তিম অবস্থার এই পর্ব, সঠিক সম্পূর্ন করতে পারলেই তার ঈশ্বরপ্রাপ্তি। সেদিন ভগবান ও আমায় সাহায্য করে-ছিলেন, ওই দিনটি ছিল আমার পরীক্ষার দিন। ৪ঠা এপ্রিল সম্পূর্ন হয়ে গেল সাজ সজ্জায় মা দুর্গা। আমাদের আলোকিত করলেন, সম্পূর্ন হলেন তিনি। দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টার ফসল, Welse puja Commetee, National Heritege Museum ও আমাদের দু জনের, আমরা ধন্য হলাম, কৃতজ্ঞ থাকলাম সারা জীবন, কার্ডিফের মানুষ-দের কাছে, প্রকৃতির কাছে অনেক ভালবাসা স্নেহ মায়ায় আমরা একাত্ম হয়ে রইলাম।

[signature]